



শ্রীশ্রীগৌরানন্দায় নমঃ ।

“নদের নিমাই”

(নীলাচল লীলা)

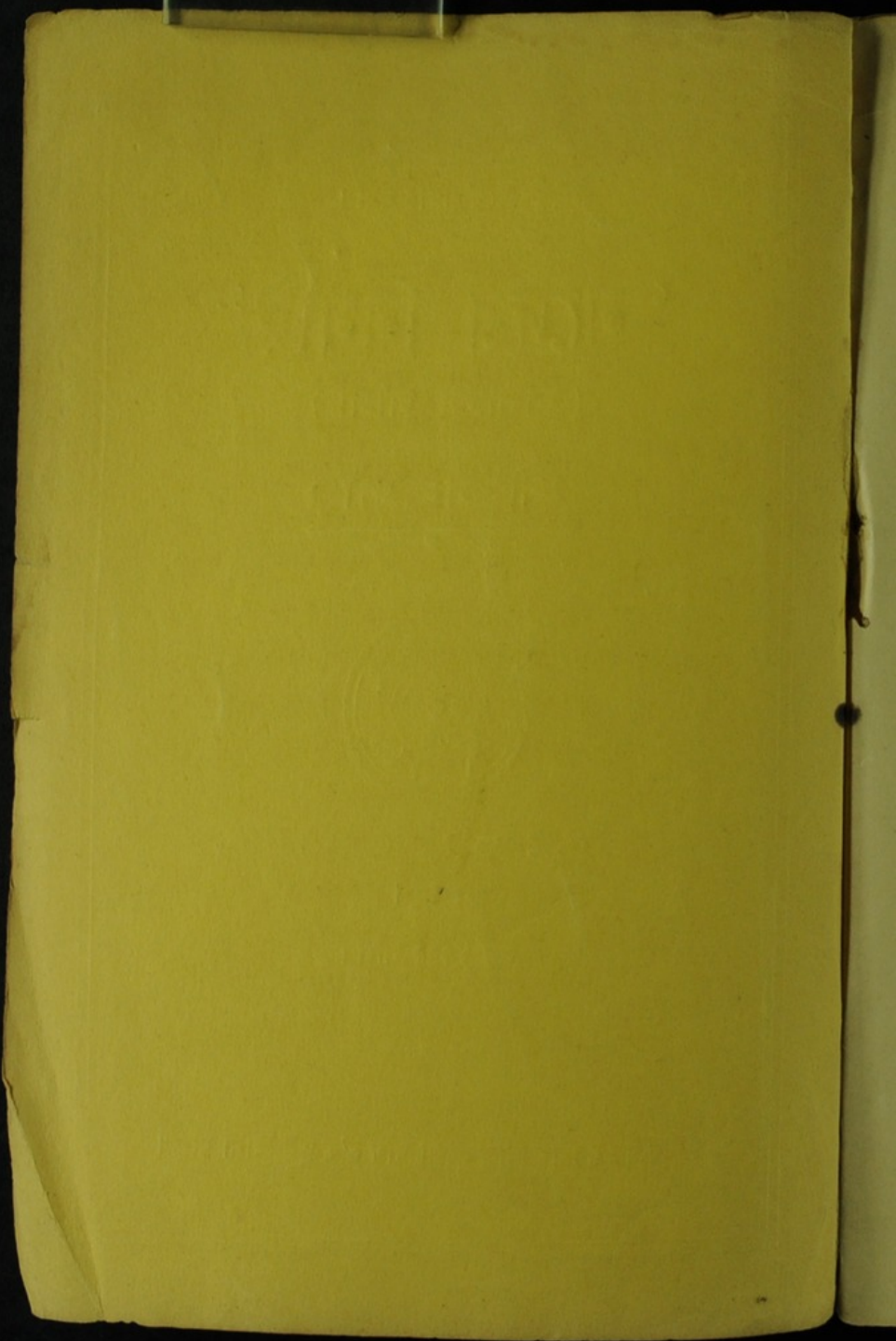
গীতাবলী ।



৩১/৩, বৈকুণ্ঠ চাটাজর্জী লেন,
হাওড়া ।

সন ১৩৪৫ ঈশ্বাব্দ ।

শ্রীবিগ্রহ সেবার আশুকুল্যে দান ৮০ দুই আনা মাত্র ।



বন্দনা ।

জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ,
অহিংস ব্রতধারি প্রেম আনন্দ ।
আঘাত সহিয়া জীব প্রেম দিয়া,
জগত করিলে জয়, হে জগবন্দ্য ॥
মহাশক্তিময় নাম প্রচারিলে দ্বারে দ্বারে,
কিবা হিন্দু কি যবন দিলে প্রেম অবিচারে,
অহিংসা শিখাইলে রুধিরাক্ত কলেবরে,
হে নাথ, হে গুরু, সমাধিলে দ্বন্দ্ব ॥
পরাস্ত করিয়া পীড়ন পূত প্রেম ধারে,
দিলে সাম্য শান্তি ভুবন ভিতরে,
হে বিশ্ব গৌরব ! ডাকিহে দৌহারে,
পুনঃ এসে ঘুচাও আঁধার অনন্ত ;
দেখাও, শিখাও প্রভু চলি তব পথে,
দাও শক্তি হাসিমুখে আঘাত সহিতে,
ভেদাভেদ ভুলি' শিখাও সবে ভালবাসিতে,
গাহি নাম ধরি' হৃদে চরণাবিন্দ ॥

(২)

গীত নং ১

কে পারে যাবি কাগুরী ডাকছে আয়রে আয় ।
কথার সুরে সুধাঝরে, করে ভুবন সুধাময় ॥
অবিরাম বেড়ায় ঘুরে, ভবসিন্ধুর তীরে তীরে,
দেখে কে আছে প'ড়ে অন্ধ পথিক অসহায় ।
ছুখ পাথারের পরপারে লয়ে যাবে করে ধ'রে,
শোনরে তোরা চির কান্দাল দয়াল ডেকে যায় ॥
তোদের বাথার বোঝা নেবে, ময়লা মাটি মুছিয়ে দেবে,
তোদের তরে বুরছে নয়ন, ব্যাকুল প্রাণে চায় ।
ছোট বড়র নাইরে বিচার, চরাচর সে যে সবার,
এমন করুণ কে আছে আর, আলো আঁধার তারে পায় ;
দেখরে অন্ধ আঁখি খুলে কি নিয়েছি কি ধন ভুলে,
আপনারে দে রে ফেলে মাঝির ছুটি রাঙ্গাপায়

গীত নং ২

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াল,
জগজন তাপহারী ।
অনাথ শরণ ভূভার হরণ,
পতিত পাবন অবতারী ॥
করুণাসিন্ধু প্রেম পারাবার,
দীন জন প্রতি করুণা অপার,
প্রেম ধর্ম জীবে করিতে প্রচার,
হইলে সন্ন্যাসী দণ্ডধারী ।

(৩)

কষিত কাঞ্চন কান্তি কলেবর,
মদন মোহন রূপ মনোহর,
বন্দে চরণ য়াঁর বিশ্ব চরাচর,
বন্দি চরণ দিয়ে নয়ন বারি ॥

গীত নং ৩

অনুরাগে রাধা ধাওল রে ।
পাগলিনী পারা চ'খে শতধারা,
মিলন আশে ব্যাকুল রে ॥
(পাগলিনী পারা ধেয়ে চলিল)
(দেহ গেহ ভুলি আপনা বিকায়ে)
এত অনুরাগ তাহে ডাকে বাঁশী
দয়া কর রাধে ব'লে,
সে ধ্বনি শুনিয়া রহে কি গো প্রাণ,
পারে কি রহিতে কুলে,
অনুরাগিনী আজ নব অনুরাগে
শ্যাম দরশনে ছুটিল রে ॥

গীত নং ৪

অতি দীনের বেশে দেখে এলাম
আমার গৌরা রায় ।
বুক ফাটা সে করুণ লীলা
বুক ধরে না দেখা যায় ॥

সুরধুনীর তীরে কাটোয়ায়
 বটেরি তলায়,
 কাঙ্গালের বেশ মুণ্ডিত কেশ
 ভাসে শুধু প্রেম ধারায় ॥
 বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী
 পাগল হ'য়ে ধায় (হা গোঁর প্রাণ গোঁর বলে)
 (হা গোঁর কি করলে বলে)
 কত শত মৃতের মত
 পড়ে আছে রাঙ্গা পায় ;—
 ছুটেছে কারুণ্য ধারা
 অনন্ত ধারায়,
 শুধু মোদের স্নেহের লাগি
 বিবাগী সে গোরা রায় ॥

 গীত নং ৫

অধম পতিত অন্ধের তুমি
 হে দয়ালু করুণাময় ।
 ভুবন ভরা করুণা তোমার, তব করুণার জয় জয় ॥
 সকল ভুবন সপ্ত লোকে
 দীপ্ত তোমার করুণালোকে,
 কৃপাধন্য সকল দিকে, তব করুণার জয় জয় ॥
 একি মহান করুণা আজি,
 দীন হীন কাঙ্গাল সাজি,

(৫)

বিতরিলে তব করুণারাজি,

তব করুণার জয় জয় ॥

নদীয়ার প্রাণ নদীয়া ইন্দু, হে নিমাই হে দীন বন্ধু,

হে দয়াল করুণা সিদ্ধু, তব করুণার জয় জয় ॥

গীত নং ৬

তেমনি কোরে নদীর ধারে আয় ধেনু চরাই ।

যেমন লাল্লল কাঁধে বাঁশী হাতে চরাত দুভাই ॥

দুটী ভায়ে পাশা পাশি দাঁড়াতে হাসি,

একজন বাজাত সিঙ্গা একজনা বাঁশী,

দুটী সুর নদীর বুকে নাচিত ভাসি,

বড়ছিল বলাই দাদা, ছোটটী কানাই ॥

নদীর জল নাচত তালে গাইত পাখী গান,

ধেনু সব তৃণ ভুলে শুনতো বাঁশীর তান,

কুলের বধু জলকে এসে বিকিয়ে যেত প্রাণ,

পরিয়ে দিত ফুলের মালা চাঁদ বদনে চাই ॥

গীত নং ৭

পথহারা প্রেমের পাগল

যেতে প্রেমের বৃন্দাবন ।

নিখিলের যে পথের আলো,

(সে) পথের পায়না দরশন ॥

প্রেম ধন্য যাঁর প্রসাদে,

প্রেমের তরে সে আজ কাঁদে,

আমি পড়ে তারি ফাঁদে

বেড়াই কেঁদে আজীবন ॥

(৬)

তার চরণ পরশ যেথায়, সকল তীর্থ উদয় সেথায়,
বৃন্দাবন প্রেম আলায়, রহে সেথা অনুক্ষণ ;—
সেই জগন্নাথ তোদের লাগি, হয়েছে আজ সর্বব্যাপী,
ঘুম ছেড়ে আজ ওঠরে জাগি, দেখরে দ্বারে নিত্য-ধন ॥

গীত নং ৮

যমুনা পুলিন কেশিঘাট
(আরে) ও বংশীবটরে ।
যার তীরে নীরে বিহরত,—
(বিহরত বনমালী,)—
(ধীর সমীরে যমুনাতীরে বিহরত বনমালী,)—
(সমবয়বালসনে বিহরত বনমালী,)—
আমাদের রসময় শ্যাম নটরে,
আমাদের কালিয়া কপটরে ॥

গীত নং ৯

নিমাই । কই বৃন্দাবন ব্রজেন্দ্র নন্দন, প্রাণবঁধু মোর কোথা ।
ঘরের বাহির করেছে আমারে বাঁশীতে কহিয়া কথা ॥
নিতাই । তব পীত তনু মাঝে মোহন বঁধুয়া রাজে,
নয়নে নয়নে রেখেছে তোমারে
কেন এ বিরহ ব্যথা ॥

নিমাই । গলাটি জড়িয়ে, মুখপানে চেয়ে
হৃদয়ে ধরিয়ে বাহারে হারাই,

(৭)

রহিল সে দূরে, শ্রীযমুনা তীরে

বঁধুর বিরহ কেমনে জুড়াই ।

নিতাই । বারীদ কি বারি ছাড়া

দামিনী কি জ্যোতি হারা

প্রেম কি প্রীতি ছাড়া রহে,

তোমারি উদয় যথা

মধু বৃন্দাবন তথা

শ্রীযমুনা কলতানে বহে ॥

(আজি সেই যমুনার তীরে)

(ওহে যমুনা-পুলিন বিহারী)

গীত নং ১০

শ্রীগোবিন্দ ভজন বিনা, বিফলে জনম যায় ।

বিফল রসনা, ভেকের সমান,

কৃষ্ণ নাম না গায় ॥

বিফল শ্রবণ না শুনিল যেই

হরি কথা মধুময় ।

নব জলধর রূপ না হেরিয়া

নয়ন অন্ধ প্রায় ॥

(তার অন্ধ হওয়াই ভাল ছিল)

(সেই মুখারবিন্দ না হেরিল,)

(সেই—নব কৈশর—নটবর)

(সেই—গোপ বেশ—বেণুকর) ।

(৮)

গীত নং ১১

(সদা) রাধা কৃষ্ণ বল !

রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ বলরে অবিরল ।

প্রেম সিদ্ধু প্রেম তরঙ্গ,

প্রেম মধু আর প্রেম ভৃঙ্গ,

মিলনে কত রঙ্গ

প্রেম আর অশ্রুজল ।

শ্যাম অধর আর মোহন বাঁশী.

প্রেমলাজ আর প্রেম হাসি,

মিলনে সুধারশি

ছড়ায় পরিমল ;—

রাধা কৃষ্ণ নয়রে কথা

পূর্ণ প্রেমের মূর্তি সেথা

সেই নামের পায়ে নুইয়ে মাথা

নাম কর সম্বল ।

গীত নং ১২

বোম্বটম গিরি কি বাক্‌মারি

নাকে কানে খৎ ।

খেয়ে খোড় মোচা আর কুমড়ো ডাঁটা

(রে বাবা) ঘুরে গেছে মত ॥

(৯)

তেলক সেবার কিবা ঘট,
গলায় মালা ইয়া মোটা,
নাইকো একটু মাছের পোঁটা,
একটু পাঁটার কৎ ॥

ব্যাটারদের গানের চোটে
দড়ি ছিড়ে গরু ছোটে
গলা চিরে রক্ত ওঠে
(বাবা) কোন দেশী এ ধর্ম পথ ?
(আবার) থাকে থাকে পথে ঘাটে,
দশা লেগে থেঁচে ওঠে,
(তার) পায়ের ধুলো সবাই চাটে,
চাটে যেমন আমসৎ ॥

গীত নং ১৩

ওই সে নদীয়া ওই সুরধুনী
সে বিনা সকলি র'য়েছে গো ।
সুর হারাইয়ে পড়ে আছে বীণা
দীপ আছে শিখা নিভেছে গো ॥
আয় ছুজনে কাঁদিগো নদীয়া
তার গুণগাথা কহিয়া কহিয়া
বল সুরধুনী তার লীলা কথা শুনি
(যে) তীরে নীরে তোর খেলেছে গো ;

(১০)

চুড়াটি বাঁধিয়া নাটুয়া সাজে
তোর কুলে কুলে কত নেচেছে গো ॥

গীত নং ১৪

সে চলে গেছে ।

(তোদের দুয়ার হোতে বিমুখ হ'য়ে)

(তোদের ভালবাসা চেয়ে,)

(ভালবাসার কান্সাল আমার)

তোদের করুণা করিয়া কামনা

কান্সাল সাজিয়া রে !

সে গিয়াছে চলিয়া আঁধার করিয়া

সাধের নদীয়া রে ॥

(তোদের ভালবাসা ভিক্ষা দে রে)

গীত নং ১৫

সে ব্যাকুল প্রাণে হাত বাড়িয়ে

ডাকছে আয়রে আয় ।

তার বিশাল হৃদয় বিছিয়ে তোদের বুকে নিতে চায় ॥

তোদের কত ভালবাসে,

আপনারে বিকাইতে আসে তোদের পাশে,

তার কত করুণা জানলি নারে (এই) বিশ্বমাঝে বহে যায় ॥

শত শত করুণাধারা দিগদিগন্তে বহে যায়

সে কয় কত কথা,

(১১)

সাদু, গুরু, শাস্ত্র রূপে ঘুচাতে ব্যথা
বাণী শুনলি না, তারে চিনলি না
হারালি রতন হেলায় ।
সিদ্ধুকূলে ব'সে ব'সে কেন কঁাদিস পিপাসায় ॥

গীত নং ১৬

বারি বিনা মীন মরিয়া যায় গো
চাতকী ঘন বিনা ।
ডুবিয়া গিয়াছে সোনার ভানু
কঁাদে কমলিনী দীনা ॥
বিরহ কঁাদে মিলন লাগি,
কোটি বরষ জাগি' জাগি',
চির দুঃখ চির স্তখে মাগি'
বাজায় বিষাদ বীনা ।
রয়েছে পড়িয়া প্রতিমা আঁধারে,
নিভিয়া গিয়াছে দীপ চিরতরে,
স্তব্ধ প্রতিমা ছুটি আঁখি বারে,
প্রাণময়ী প্রাণহীনা ।
নিঃস্ব করিয়া আপন প্রাণ,
বিশ্ব হিতে করেছে দান,
বাজের ব্যথা বক্ষে ধরিয়া,
প্রিয়তম ধ্যানে লীনা ।

(১২)

গীত নং ১৭

রসিক বিধি নিরমিল গোরা,
যত লাবণি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ।
(নিখিলের মধুরস নিঙাড়িয়া)

সুন্দর গোরা গঠন করি,
ভুলিলা আপনি হেরি হেরি মাধুরি,

হ'ল সাধ মনে দিল জগজনে,
ভজিতে গৌর হৃদয়ে ধরি ;

উজল প্রেম রসে মাতিয়া ॥

(একলা ভজে সাধ মেটেনা)

(সে যে উজল মধুর প্রেম সম্পদ)

মন্দ ভাগিয়া সব জগজনে,
না চিনিল সেই অতুল রতন,

তাই ছাড়ি গেলা দেশ মুড়াইয়া কেশ

বধিয়া জননী প্রিয়ারে আপন

দীন হতে দীন কান্দাল সাজিয়া ॥

(সে যে দীন জন বল্লভ গোরা)

(ও সে কান্দালে করিতে করুণা)

গীত নং ১৮

বদন চাঁদ কোন কুঁদারে কুঁদিল গো,

কে না কুঁদিল ছুটি আঁখি ।

দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে,

সেই সে পরাণ তার সাথী ॥

(১৩)

রতন কাটিয়া কেবা, যতন করিয়া গো,
কে না গড়িয়া দিল কানে,
মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরাণি গো,
যোগী হবে উহারি ধৈর্যানে ॥
অমিয় মধুর বোল সুধাখানি খানি গো,
হাতের উপরে লাগি পাঁও ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা থাঁও ॥

গীত নং ১৯

অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন
জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা ।
তরুণারুণ থল কমলদলারুণ,
মঞ্জির রঞ্জিত চরণা ॥
দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে,
শুধুই সুধাময় হাস বিকসিত,
(কিবা) চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥
ভ্রমর করস্থিত জানু বিলম্বিত
কেলি কদম্বক মাল
গোবিন্দদাস চিতে, নিতি নিতি বিহরই
এছন মুরতি রসাল ॥

(১৪)

গীত নং ২০

সে ছড়িয়ে বেড়ায়,	তার করুণা,
জগত জুড়ে	অবিচারে ।
নাইরে মানা,	কুড়িয়ে নে না,
তোর আধারে,	যত ধরে ॥
নিজের হাতে,	কুড়িয়ে নিতে,
অন্ধ যে জন	নাহি পারে ।
সে ভালবেসে,	গিয়ে পাশে,
দেয়রে তুলে,	নিজ করে ॥
তোদের হিতে,	প্রাণটা দিতে,
ঘোরে সদা,	তোদের দ্বারে ।
খেলা ফেলে,	চোখটা খুলে,
দেখনা চেয়ে,	বারেক তারে ॥
নেইরে এমন,	চির আপন,
তোর আপন,	এ সংসারে ।
কে এমন ক'রে,	দিতে পারে,
ভালবাসা,	বুকটা চিরে ॥

গীত নং ২১

ধোঁপা । সেক' না হ'লে কিরে ময়লা তার ছোটে ।

গায়ের জোরে মারলে আছাড়

কাপড় বায় ফেটে,

(ও বউ) ময়লা না কাটে ॥

(১৫)

ধোপানী । সারাদিন সেক' করি,
ধোঁয়া লেগে কেঁদে মরি ।
(তোর) পোড়া ভাটি হয় যে মাটি
আগুন নাই মোটে,
ভাটি হয় কিসে বটে ॥

ধোপা । ভিজ়ে কাঠে জ্বল কি জ্বলে বউ,
(না শুকুলে হাল্কা হলে)
রোদে কাঠ দেনা ফেলে
রস ম'রে হোক খট খটে
(জলে আগুন কি পটে) ?

ধোপানী । এমনি কোরে যাবে জীবন সুখ হবে কবে ?

ধোপা । (ওরে) দুখের মাঝে দুখহারী সুখে ভাসাবে ।
(দুখ না করলে বউ সুখ কি ঘটে) ?

ধোপানী । তাই বিধি গুণনিধি দিয়েছে এঁটে,
(ওগো) সুখতারাটি তোমায় আমার
দুখের ললাটে ॥

গীত নং ২২

ডোলত ভালা মালতী মালা

মোহন কি গলে ।

হাসত নাচত বন্শী বাজায়ত

মধুর বন্শীওয়ালে ॥

(১৬)

ময়ূর মুকুট শিরপে সোহে,
কঙ্ক নয়ন জগমন মোহে,
উগল চরণ পর বাজত নুপুর,
রিণি রিণি বিন্ বিন্ বোলে ॥

ভেশ বনায়ত যশোমতী মাই,
চন্দ বদন অনিমিখে চাই,
যত ব্রজবাল-বনফুল মাল,
পরাওল ব্রজলালে ;

বনফুল সাজে নাচত রঙ্গী,
রাখালিয়া মাঝে করি কত ভঙ্গী,
মেরে গোপালা নন্দ লালা,
অলকা তিলক ভালে ॥

গীত নং ২৩

কাজল আধারে দীপ শিখা ওই
নিভে যায় বুঝি নিভে যায় ;
বিরহ বাতাস ছত্ৰাশ বহিয়া

নদীয়া আকাশে কাঁদিয়া ধায় ।

বিন্দু বিন্দু পরাণ ঝরে

পাঁজর ঝাঁঝর পুড়িয়া মরে,

মধুময় অতি প্রিয়তম স্মৃতি

সযতনে ধরে আছে হিয়ায় ।

(১৭)

আপনারে দিতে ছুটেছে পীরিতি
সুরধুনী ধারা সাগরে যেমতি
বিধির বিধানে মরিল পরাণে
প্রেম সলিলা ওই শুথায় ।

গীত নং ২৪

আজু সুরধুনী তীরে	কণক কাঁতিয়া করে ।
রসাল নটন রঞ্জে	মধুর রস বিথারে ॥
তেরচ নয়নে প্রেমা	প্রেম মাধুরী সীমা ।
অলকা আবৃত বদন	হাসি রাশি অধরে ॥
চরণে নুপুর বাজে	নাচে নিজ জন মাঝে ।
মালতী মালা বিরাজে	দোলে দোলে হিয়া 'পরে ॥
ভুবন মোহন গোরা	মহাভাব রসভরা ।
নাগরী মন চোরা	বিহরে নদীয়া পুরে ॥

গীত নং ২৫

জয় গৌরাঙ্গ জয় ভগবান ষড়ভুজ ধারি পূর্ণমহান ।
অঘতাপ নাশক, ভুবন পাবক, সবলোক পালক বিশ্ববিধান ॥
অতুল করুণা অনন্ত ধারে, বরষিছ বিশ্বে সদা অবিচারে ।
মুখ পণ্ডিত সাধব পণ্ডিত সমদয়া সবে কৃপানিধান ॥

(১৮)

জয় শচীনন্দন নদীয়া ইন্দু, সচল জগন্নাথ জয় জগবন্ধু,
জয় জয় রসরাজ মহাভাব সিদ্ধ, করুণাবতার জয় পুরুষ প্রধান ;
ভুবন উজল করুণালোকে, মগন আনন্দে সকল দিকে,
বন্দে বিশ্ব আজিহে তোমাকে, শিরে ধরি তব অতুল দান ॥

গীত নং ২৬

নাচে শচীশ্রুত লীলা অদভুত

চলনি ডগমগি ভঙ্গিয়া ।

সঙ্গে কতশত ভকত গাওত

হীলন গদাধর অঙ্গিয়া ॥

আজানু বাহুতুলি বলয়ে হরি হরি,

আপনি নিজরসে মাতিয়া ।

বদন মণ্ডল চাঁদ বাল মল

দশন মতিম পাঁতিয়া ॥

কষিত কাঞ্চন কিরণ বাল মল

সতত কীর্তন রঙ্গিয়া ।

অরুণ নয়নে বরুণ আলায়

অবারে বারে দিন রাতিয়া ॥

পদ্ম অঙ্ক যত পতিত দুর্গত

দেওত প্রেম যাচিয়া ॥

(১৯)

গীত নং ২৭

ভজ রাস-বিলাস শেষ পরিনতি

মহাভাব রসরাজ গোরা ।

(হের) কৃষ্ণ নাম রস প্রেমধারা,

(আমার) গৌর বিধুমুখে জনমে তারা ॥

যবে হরি বলি হাসি আঁখি কোনে,

ছুটি বাহু তুলে চাহে বিশ্বপানে,

ভুবন পুলকে শিহরী প্রাণে

হয় দাসী অভিমানে আত্মহারা ॥

বিদগধ নাগর নাগরী ভাবে,

মগ্ন রহে যবে ভাবিনী স্বভাবে,

সে মহা মাধুরী হেরি নয়ন ভরি,

পরান অঞ্জলী দেরে তোরা ॥

গীত নং ২৮

(কালাচাঁদ) কদমতলায় বাঁশীটি বাজায়

বাঁক নয়নে ফিরে ফিরে চায় ।

লাজ খোয়ায়ে গয়লা মেয়ে

জড়িয়ে গলা সোহাগ জানায় ॥

রাখাল ছেলে সোহাগ ফেলে

কি থেয়ালে গেল চলে ।

গয়লা মেয়ে গয়না খুলে

এলোচুলে ঘর ছেড়ে যায় ॥

(২০)

কত তাদের ঢলাঢলি,
চ'থের জল ফেলাফেলি,
গোসা করা পায়ে ধরা,
শুনলে হাসি কান্না পায় ;
সেই দুজনার কথা নিয়ে
চণ্ডিঠাকুর গেল গেয়ে,
গাইল রামী ধোপামেয়ে
ভাসলো সে সুর দখনে হাওয়ায় ॥

গীত নং ২৯

নদে নারী তোরা আয়লো ত্বরা,
নিমাই এল দ্বারে ।
সাজায়ে ডালা, মধুফুল মালা,
নে গো বরণ ক'রে ॥
নদীয়া বাসি দেখরে আসি,
আনন্দ আজ যায়রে ভাসি ।
নদীয়ার প্রাণ এল নদীয়ায়,
কত বরষ পরে ॥
(কত প্রীতি বুকে ধরে,) (নাম প্রেম লয়ে করে) ।
পথের কাঁকর দেগো ফেলে,
ভরে দে পথ ফুলে ফুলে ॥

(২১)

(নে) স্বর্ণবারি গন্ধবারি,
মঙ্গল দীপ জ্বলে ।
গাওরে গৌর মঙ্গল গীতি,
গৌর প্রেমানন্দে মাতি ॥
নদীয়া গগণ উজল ভাতি,
আঁধার গেল ছুরে ।
(শচীছল্লাল এল ফিরে,
(প্রাণ গৌর এল ঘরে) ॥

গীত নং ৩০

গৌরাঙ্গ হে দয়াল দীনকে তরানে ওয়ালে ।
হরিনামকে লুটানে ওয়ালে,
প্রেমকো রটানে ওয়ালে,
নদীয়া নগরমে কীর্তন ধুমকে মচানে ওয়ালে ॥
পাপীওকে ত্রাণ কিনহো,
পতিতনকে গতি দিনহো,
জগাই মাধাইয়া দোনো ভাইয়াকো তরানে ওয়ালে ॥
দণ্ড কমণ্ডলু ধরকে,
সাধুকো স্বরূপ বনাকে,
যাই নীলাচলমে আপনা ধরমকে শিখানে ওয়ালে ॥
সার্বভৌম দর্পহরো,
প্রতাপরুদ্রকে নিস্তারো,
যড়ভূজা ধরকে মহা সংশয়কো মিটানে ওয়ালে ॥

(২২)

মহাপ্রভু মহারাজা,
রাজন কি রাজাধিরাজা,
বিশ্ববাসিকো ভববন্ধনসে ছোড়ানে ওয়ালে ॥

গীত নং ৩১

চেউ তুলে প্রেম সিন্ধু ডাকে
আমার কোলে আয় !
(তুই) ঝাঁপ দেনা জয় গৌর ব'লে
ভাবিস না বৃথায় ।
বিশাল সিন্ধু ছলে ছলে
গুমরে কেঁদে উঠছে ফুলে রে
তোদের তরে তার সে হতাশ,
তোদের বুকে চায় ।
(বলে) দেরে তোরা দেরে মোরে,
ব্যথার বোঝা আমার শিরে,
দেখি হাসি তোদের মুখে,
আয় ধরি হিয়ায় ;
এমন বন্ধু রইলি ভুলে
দেখলি নারে চোখটা খুলে রে
দেখলি না তার কাঁদা বদন
পড়লি না তার পায় ।

(২৩)

গীত নং ৩২

দেখোরী আলি কুঞ্জহি বনমালী

আজু নব করত বিহার ।

নওল বসন্ত সমায়ত রে সখী

তৌহি ইহ মুরলি ফুকার ॥

ধীর পবন চলু ধীর সমীরে

ধীর লহর নাচে যমুনাকে নীরে

ধীর ললিত ইহ গোকুল বীরে

হেরই আনন্দ অপার ॥

নওল পিক দেখো উড়তো ফিরত সব

কুহকল তানহি ইহ দিনু রাতিয়া ।

গাওত নওল শুকসারী বিরিখ পর

রঞ্জে ফুলাই রস ছাতিয়া ॥

তৌহি নব পল্লব কুন্তম বিকাশে

ভরত দিক দশ দিব্য স্রবাসে

আকুল অলিকুল নব নব ফুলমধু

পানহি কুরু ঝাণকার ॥

(২৪)

গীত নং ৩৩

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
যশোদা ছল্লাল এবৈ শ্রীশচীনন্দন
বলরাম নিত্যানন্দ পতিত পাবন,
নিতাই গোরাঙ্গ জয় জয় জগত তারণ
জয় নিতাই প্রাণ নিতাই অনাথ শরণ ॥

